সন্তানের সুশিক্ষা ও পিতা-মাতার দায়িত্ব

14-March-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مِاءَةِ مَرَّةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ اَبَدًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রতিদিন পাঁচশত (৫০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করে নেয়, সে কখনো দরিদ্র হবে না।

(মুসতাতরাফ, ২/৫০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই বাস্তবতা যে, পিতা-মাতার সুশিক্ষা সন্তানকে ভাল ও কুশিক্ষা মন্দ বানিয়ে দেয়, সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কখনোই অলসতা প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। যে পিতা-মাতা নিজের সন্তানের সঠিক প্রশিক্ষণ করে না, তাদের লজ্জিত ও অপমানিত হতে হয়, সুতরাং উত্তম পিতা-মাতার প্রমাণ দিয়ে নিজের সন্তানদের কোরআনে করীমের ভালবাসা এবং এর বিধানাবলীর উপর আমল করা শিখান। **আল্লাহ তায়ালা** পিতা-মাতাকে নিজের সন্তানদের শরীয়ত অনুযায়ী মাদানী প্রশিক্ষণ করার তৌফিক দান করুক। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তাঁদের সন্তানদের ইসলামী পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ করতেন। আসুন! একজন নেককার পিতা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত কন্যার একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর প্রশিক্ষিত কন্যা

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক বড় মুত্তাকী এবং পরহেযগার বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সাহেবজাদী যে কিনা খুবই সুন্দর সুশ্রী হওয়ার পাশাপাশি নেককার ও পরহেযগারও ছিলো। যখন বিয়ের উপযুক্ত হলো তখন বাদশাহের পক্ষ থেকে সম্পর্কের প্রস্তাব আসলো, কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা শায়খ

কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তিন দিনের সময় চেয়ে নিলেন এবং মসজিদে মসজিদে ঘুরে কোন উপযুক্ত যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হলো, যে উত্তম রূপে নামায আদায় করছিলো। শায়খ তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তোমার বিয়ে হয়েছে? সে বললো: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: বিয়ে করতে চাও? কনে কোরআনে মজিদ পড়ে, নিয়মিত নামায রোযা পালন করে, সুন্দর এবং নেক চরিত্রের অধিকারীনি। সে বললো: আমার সাথে কে সম্পর্ক করবে! হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন: আমি করবো, এই কিছু দিরহাম রাখো! এবং এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী এবং এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নাও। এভাবে হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের নেককার কন্যার বিবাহ এর সাথে পড়িয়ে দিলেন। নববধু যখন বরের ঘরে আসলো, তখন দেখলো যে, পানির পাত্রের উপর একটি শুকনো রুটি রাখা আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: এই রুটিটি কেন রাখা হয়েছে? বর বললো: এটি গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতারের জন্য রেখে দিয়েছি। একথা শুনে সে ফিরে যেতে উদ্ধত হলো। তা দেখে বর বললো: আমি জানতাম যে, হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর শাহাজাদী আমার মতো গরীব লোকের ঘরে থাকতে পারবে না। কনে বললো: আমি আপনার দারিদ্রতার কারণে নয় বরং এ জন্যই ফিরে যাচ্ছি যে, **রাব্বুল আলামিনের** প্রতি আপনার বিশ্বাস খুবই কম দেখা যাচ্ছে। আমি তো আমার পিতার প্রতি আশ্চার্য হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং নেককার কিভাবে বলে দিলেন! বর এ কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং সে বললো: এই দূর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থী। কনে বললো: আপনার অপারগতা আপনিই জনেন, তবে আমি এই ঘরে থাকতে পারবো না, যেখানে এক বেলার খাদ্য সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে, এখন তো হয় আমি থাকবো অথবা এই রুটি। বর সাথে সাথে গিয়ে রুটি দান করে দিলেন। **(রওযুর রাইয়াহীন, আল হিকায়াতুস সানিয়া ওয়াত তাসওন বা'দা মিয়াতিন, ১৯৬ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে আউলিয়া! আপনারা শুনলেন যে, যুগ প্রসিদ্ধ ওলী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ তাঁর নয়নের মণিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে

মাদানী প্রশিক্ষন দিয়েছেন এবং তাঁর সুশিক্ষিতা কন্যার তাওয়াক্কুলও কিরূপ মহৎ ছিলো, যে নিজের স্বামীর ঘরে সুযোগ সুবিধা এবং ধন সম্পদের আধিক্য না থাকার কারণে অসন্তুষ্ট হননি বরং অভিযোগ করলেন তো এই যে, ইফতারের জন্য রুটি বাচিঁয়ে কেন রাখা হলো? কেননা তার নিকট এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি ছিলো, এই শাহাজাদির এই মাদানী চিন্তাধারা তারই সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মাদানী প্রশিক্ষনের প্রেক্ষিতেই অর্জিত হয়েছে যে, যিনি স্বয়ং মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং **আল্লাহ তায়ালা**র উপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল বুযুর্গ ছিলেন। সুতরাং তিনি সেইভাবেই তার কন্যার মাদানী প্রশিক্ষণ করেছেন এবং তাঁর জন্য ইবাদত গুজার পাত্র নির্বাচন করলেন, যেন তাকওয়া ও পরহেযগারীর বরকত তাদের প্রজন্মেও পরিবর্তিত হতে থাকে, কেননা মানুষ যদি নিজে নেককার হয় তবে তার নেকী দ্বারা তার পরবর্তী প্রজন্মও উপকৃত হয়, যেমনটি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** মানুষের নেকী দ্বারা তার সন্তান এবং তারও সন্তান, তারও সন্তানের সংশোধন করে দেন এবং তার বংশধর এবং তার প্রতিবেশীদের সে নিরাপত্তা দান করে আর তারা সবাই **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে পর্দা এবং নিরাপত্তায় থাকে।

(দুররে মনসুর, ৫/৪২২, পারা ১৬, ৮৬ নং আয়াতের পাদটিকা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সমাজে (Society) সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার বিষয়ে খুবই উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়, সম্ভবত এর কারণ হলো যে, পিতামাতা (Parents) স্বয়ং প্রশিক্ষিত নয় এবং যারা নিজেরা শরীয়াতের বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ আর প্রশিক্ষনের মুখাপেক্ষী তবে তারা অপরকে কিভাবে শিক্ষা দিতে পারে, সুতরাং যখন এই স্বাধীন মানসিকতা সম্পন্ন পিতামাতার কন্যাদের জন্য সম্পর্ক আসতে থাকে তখন পিতামাতা এই বিষয়ে প্রাধান্য দেয় যে, পাত্র ধনী, বিভিন্ন দুনিয়াবী জ্ঞান বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী এবং আধুনিক পরিবারের সন্তান কিনা, চাই তো নামায এক ওয়াক্তও না পড়ুক, যদিওবা ফাসিক ও ফাজির (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহ সম্পাদনকারী) হোক, হারাম উপার্জন করুক, লোকদের ধোকা দেয়াতে প্রসিদ্ধ হোক, দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসআলাও না জানুক, মোটকথা বেআমলীর পরিপূর্ণ নমুনাই হোক না কেন, আর যদি কেউ এমন ছেলেকে বিবাহের পরামর্শ দেয় যে, যার আয়

(Income) সামান্য যদিওবা ১০০% হালাল, স্ত্রীর অধিকার (Rights) আদায় করতেও সক্ষম, মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং দ্বীনদার, জ্ঞান ও আমল, লজ্জাশীল এবং সুন্নাতের অনুসারী, **খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার** দৌলতে মালামাল, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, কারী বা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত তবে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ এর সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ করা হয়ে থাকে যে, **"আরে! একে বিয়ে করলে তো আমার মেয়ে না খেয়ে মরবে", "ঘরে তো বন্দি করে রাখবে", "মাথা থেকে পা পর্যন্ত বোরকা পড়িয়ে রাখবে"**। مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ

মনে রাখবেন! ভাল পিতা-মাতা সর্বদা নিজের বোন ও কন্যার জন্য দ্বীনদার ব্যক্তিই (Religious) খুঁজতে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের **আক্বা ও মাওলা, প্রিয় নবী, মুহাম্মাদুর রাসূলূল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও দ্বীনদার ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, যেমনটি **রাসূলূল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহের বার্তা পাঠায় যে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্র তুমি পছন্দ করো তবে বিয়ে দিয়ে দাও, যদি তা না করো তবে জমিনে ফিতনা এবং দীর্ঘ ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

(তিরমিযী, ২/৩৪৪, হাদীস নং-১০৮৬)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ যখন তোমাদের কন্যার জন্য দ্বীনদার ও সঠিক আচার আচরণের ছেলে পেয়ে যাও তবে শুধু মাত্র সম্পদের লোভে এবং লাখপতির অপেক্ষায় যুবতী কন্যার বিয়েতে দেরী করো না, এ জন্যই যে, যদি ধনীর অপেক্ষায় কন্যাদের বিবাহ না দেয়া হয় তবে একদিকে অনেক কুমারী মেয়ে বসেই থাকবে এবং অপরদিকে অনেক ছেলে অবিবাহিত রয়ে যাবে, যার কারণে অপকর্ম ছড়িয়ে পরবে আর অপকর্মের কারণে মেয়ের পরিবার লজ্জায় পড়ে যাবে, পরিনতি এরূপ হবে যে, খান্দান পরস্পর ঝগড়া করবে, হত্যাযজ্ঞ হবে, যা আজকাল প্রকাশ হচ্ছে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)**

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রদানকারী, অফুরন্ত দাতা এবং অগনিত নেয়ামত দ্বারা ধন্যকারী **রব তায়ালার** কোটি কোটি নেয়ামত থেকে একটি মহান নেয়ামত হচ্ছে সন্তান, সন্তান এমনি এক নেয়ামত যে, যার মাধ্যমে ঘরে আনন্দের ঘনঘটা বয়ে যায়, নেক সন্তান এমনি নেয়ামত যে,

পিতামাতার বৃদ্ধাকালে (Old age) তাদের সহায় হয়, উত্তম সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পর তাদের মুক্তির উপায় হয়। **আল্লাহ তায়ালা** যখন কাউকে এই নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন তখন পিতামাতার খুশির অন্ত থাকে না, কিন্তু সাথে সাথে তাদের পরীক্ষাও শুরু হয়ে যায়। এখন এটা পিতামাতার উপর যে, তারা সন্তানকে ইসলামী শিক্ষা দিয়ে এই পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করে কি না। মনে রাখবেন! সাধারণত শিশুরা পিতামাতার অভ্যাস ও আচরনকেই অনুসরণ করে থাকে, যদি পিতামাতা শরীয়াতের অনুসারী এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহী হয় তবে তাদের বংশধররাও নেকীর পথে পরিচালিত হয় এবং পিতামাতার মুক্তি ও ক্ষমা এবং সুনামের কারণ হয়, আর যদি পিতামাতা স্বয়ং মন্দ স্বভাবের অধিকারী হয়, তবে সন্তানের মাঝেও সেই মন্দ স্বভাব পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এমন সন্তান মুক্তির উপায় নয় বরং ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। মনে রাখবেন! সন্তনের প্রশিক্ষন পিতামাতা উভয়েরই দায়িত্ব, কিন্তু পিতা উপার্জনের বাহানা বানিয়ে সন্তানের শিক্ষা দীক্ষার পুরো ভার মায়ের উপর দিয়ে নিজেকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রাপ্ত মনে করে নেয় আর সন্তানের মা পারিবারিক কাজে অপারগতা প্রকাশ করে সন্তানের আসল দায়িত্বশীল নিজের স্বামীকেই বানয়ে দেয়, পরিনতিতে এরূপ সন্তান আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়ে পরিবারের সকলের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পিতামাতার উচিৎ যে, নিজের দায়িত্ব পালন করে দেশ ও জাতি এবং ভবিষ্যতের এর ভিত্তিদেরকে শৈশবকাল থেকেই নেক এবং সমাজের চরিত্রবান ব্যক্তি বানাতে কখনোই অবহেলা করবেন না, কেননা শৈশবে যা শিখা হয়, তার প্রভাব শক্তিশালী এবং দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে, যেমনটি

হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلْعِلْمُ فِي صِغَرِهٖ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَر অর্থাৎ শৈশবে জ্ঞানার্জন করা, পাথরে অঙ্কনের ন্যায় (দৃঢ়) হয়। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ১/৩৩৩, হাদীস নং-৫০১৫)**

আসুন! সন্তানের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে **মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাশিত চারটি বাণী শ্রবণ করি:

১. প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করেন:

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

(পারা ২৮, আত তাহরীম, ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করো।

তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা নিজের পরিবারবর্গকে কিভাবে আগুন থেকে বাঁচাতে পারি? তখন **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাদেরকে এই কাজ সমূহের আদেশ দাও, যা **আল্লাহ তায়ালা**র পছন্দনীয় এবং সেই কাজ সমূহ থেকে নিষেধ করো, যা **আল্লাহ তায়ালা**র অপছন্দনীয়। (দুররে মনসুর, ৮/২২৫)

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিজ সন্তানদের তিনটি অভ্যাসের শিক্ষা দাও: (১) নিজের **নবী**র (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ভালবাসা (২) আহলে বাইতের ভালবাসা এবং (৩) কোরআনে পাকের শিক্ষা। (জামেউস সগীর, বাবুল হামযাহ, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩১১)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: সন্তানের পিতামাতার প্রতি অধিকার রয়েছে যে, তাদের ভাল নাম রাখবে এবং উত্তম আদব শেখাবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকিল আওলাদ ওয়া আহলিনা, ৬/৪০০, হাদীস নং-৮৬৫৮৬)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: কোন পিতা তার সন্তানকে এমন দান দেয়নি, যা উত্তম আদব থেকে শ্রেষ্ঠ। (তিরমিযী, কিতাবুল রিরে ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৮৩, হাদীস নং-১৯৫৯)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: উত্তম আদব দ্বারা উদ্দেশ্য সন্তানকে দ্বীনদার, মুত্তকী, পরহেযগার বানানো। সন্তানের জন্য এর চেয়ে উত্তম দান আর কি হতে পারে যে, এই বিষয় গুলোই দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসবে। পিতামাতার উচিৎ যে, সন্তানকে শুধুমাত্র ধনী বানিয়ে দুনিয়া থেকে না যাওয়া, তাদের দ্বীনদার বানিয়েই যাওয়া, যা স্বয়ং তাদেরও কবরে কাজে আসবে যে, জীবিত সন্তানের নেকীর সাওয়াব মৃতেরও কবরে পৌঁছে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৬৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানের ইসলামী শিক্ষা ও মাদানী প্রশিক্ষণ যতটুকু বর্তমানে প্রয়োজন, সম্ভবত এর পূর্বে এতো প্রয়োজন কখনো ছিলো না, কেননা বর্তমানে চারিদিকে শয়তানী কাজ এবং গুনাহের আধিক্যে ভরপুর আর সন্তানকে শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদানের প্রবণতা প্রবল আকার ধারণ করছে, পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী যুগে সন্তানদের জন্য দ্বীনি শিক্ষাকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হতো, সম্ভবত এই

কারণেই সেই যুগে পিতামাতার পাশাপাশি তাদের সন্তানরাও মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং অনুগত হতো, কিন্তু বর্তমানে দুনিয়াবী শিক্ষাকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে, এই কারণেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে মোটা অংকের ফি আদায় এবং সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা এই জন্যই করা হয় যেন সন্তানের দুনিয়াবী ভবিষ্যত উজ্জল হয়ে যায়, ভাল চাকরী (Job) পেয়ে যায়, মোটা অংকের ব্যাংক ব্যালেন্স জমা হয়ে যায়, এমনকি এই উদ্দেশ্য সফল করতে পিতামাতা তার সন্তানকে বিদেশে পড়ার জন্যও পাঠিয়ে দেয়। এভাবে দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করার পর সন্তান পুরোপুরি দুনিয়াদার, ভাল বিজনেস ম্যান এবং ফ্যাসেনেবল তো হয়ে যায় কিন্তু নেক এবং বাআমল মুসলমান হতে পারে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত প্রত্যেক পিতা-মাতারই মনে এই আশা থাকে যে, **"আমাদের সন্তান আমাদের অনুগত থাকুক, আমাদের সাথে ভাল ব্যভহার করুক, নেক, পরহেযগার হোক, সমাজে সম্মানিত এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হোক"** কিন্তু অধিকাংশেরই ফলাফল এর বিপরীত হয়। কেন? এটাই কারণ যে,স্বয়ং পিতা-মাতারাই সন্তানের সুশিক্ষার ইসলামী মূলভিত্তি সম্পর্কে অজ্ঞ, আমলহীন এবং উত্তম পরিবেশের বরকত থেকেই বঞ্চিত, তবে কিভাবেই তারা নিজের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দিবে? সম্ভবত এই কারণেই আজকাল পিতা-মাতার প্রশিক্ষণ মান এটাই হয়ে গেছে যে, সন্তান যদি কাজ কর্ম না করে, স্কুল, কোচিং সেন্টার, টিউশন বা একাডেমি কামাই করে অথবা এ ব্যাপারে গড়িমসি করে, কোন অনুষ্ঠানে যেতে বা বিশেষ পোষাক ও জুতা পরতে বলা হলে সে এতে রাজি না হলে, অনুরূপভাবে অন্যান্য দুনিয়াবী বিষয়ে যদি সে গড়িমসি করে বা একগুয়েঁমি করে তবে তাকে ঠিকই বকাঝকা করে থাকে, কড়া কড়া কথা শুনায়, ঘন্টার পর ঘন্টা লেকচার দেয়া হয়, এমনকি মারও দেয়া হয়, কিন্তু সেই সন্তান যদি নামায কাযা করা বা জামাআতে নামায না পড়া, মাদরাসা বা জামেয়া কামাই করে বা দেরী করে যায়, পুরো রাত ঘুরাফেরা করে, মোবাইল এবং স্যোশাল মিডিয়ার (Social Media) মাধ্যমে নামাহারিমদের সাথে নাজায়িয সম্পর্ক রাখে, সিনেমা নাটক দেখে, গান বাজনা শুনে,

নিত্য নতুন ফ্যাশন করে, হালাল ও হারামের পার্থক্য না করে, মদ পান করে, জুয়া খেলে, মিথ্যা বলে, গীবত করে, ঘুষের লেনদেন করে, নাজায়িয ফ্যাশন অবলম্বন করে, মন্দ আকীদার লোকের সঙ্গে বসে, অহেতুক কাজে টাকা খরচ করে, মোটকথা বিভিন্ন ধরনের খারাপ অভ্যাসে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা তো দূরের কথা বরং পিতামাতার মাথায় বিন্দু পরিমান চিন্তাও আসে না, এটাও দেখা যায় যে, কেউ যদি সংশোধন করেও তবু পিতা-মাতা বলে যে, **"এখনো তো সে শিশু", "অবুঝ", "ধীরে ধীরে বুঝে যাবে", "শিশুদের উপর এরূপ কঠোরতা করা উচিৎ নয়"** ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামী প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত, সীমাতিরিক্ত আদর এবং ছাড় দেয়ার কারণে সেই সন্তান যখন পিতা-মাতা, বংশের এবং সমাজের দূর্নামের কারণ হয়, তখন সেই শুভাকাঙ্খীদের উপদেশ মনে পরে যায়। এখন মা-বাবা তার সংশোধনের চিন্তায় অস্থির হয়ে যায়, দোয়া করে এবং করায় কিন্তু সংশোধনের কোন উপায় দেখা যায় না। তখন কিন্তু পানি অনেক দুর পর্যন্ত বইয়ে গেছে আর এখন শুধু আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। যেনো মা-বাবাদেরই সামান্য অমনোযোগিতার কারণেই একটি অমূল্য মুক্তো নষ্ট হয়ে গেলো।

সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষন না করার কারণে পিতামাতাকে কেমন কেমন দিন দেখতে হয়। আসুন! এসম্পর্কে একটি শিক্ষনীয় কাহিনী শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই:

ছেলেও কি কখনো পিতাকে মারতে পারে?

তাম্বিহুল গাফিলিনে রয়েছে যে, **"সমরকন্দ"** এর এক আলিমে দ্বীন হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নিকট এক ব্যক্তি আসলো এবং বলতে লাগলো: "আমার সন্তান আমাকে মেরেছে।" তিনি আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: ছেলেও কি পিতাকে মারতে পারে? জি হ্যাঁ! এমনি হয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি তাকে দ্বীনের জ্ঞান ও আদব শিখিয়েছেন? সে বললো: না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: কোরআনে করীম শিখিয়েছেন? সে বললো: না। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: তবে সে কি করে? সে বললো: ক্ষেত খামার করে। হযরত সায়্যিদুনা আবু হাফস رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন:

জানেন কি সে আপনাকে কেন মারলো? বললো: না। তিনি সংশোধনের উদ্দেশ্যে কড়া ভাষায় বললেন: সম্ভবত সে সকাল বেলা গাধার উপর আরোহন করে যখন ক্ষেতের দিকে যাচ্ছিলো, ষাঁড় তার আগে এবং কুকুর তার পেছনে ছিলো, কোরআনে পাক তো সে পড়তে পারতো না যে, কিছু রূহানিয়্যত নসীব হতো, ব্যস এভাবেই উদাসীন ভাবে কিছু গুনগুন করছিলো, এমনি সময় আপনি তার সামনে চলে আসলেন, সে ভাবলো যে, ষাঁড়ের সামনে প্রতিবন্ধকতা এবং তা সরানোর জন্য মাথায় কোন কিছু দিয়ে জোড়ে মেরে দিলো! শোকর করুন যে, আপনার মাথা ফাটেনি। **(তাম্বিহুল গাফিলিন, ৬৮ পৃষ্ঠা)**

আসুন! এবার একটি বর্ণনা শুনি এবং সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষনের মানষিকতা তৈরী করি।

পাহাড় সম নেকী কাজে আসলো না

(কিয়ামতের দিন) এক ব্যক্তির স্ত্রী সন্তান দরবারে **খোদাওয়ান্দিতে** উপস্থিত হয়ে ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের **প্রতিপালক**! এই ব্যক্তি থেকে আমাদের অধিকার আদায় করে দিন, কেননা সে আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের বিধানাবলী শেখায়নি এবং সে আমাদের হারাম খাওয়াতো কিন্তু আমরা তা জানতাম না। সুতরাং সেই ব্যক্তিকে হারাম উপার্জনের কারণে এমনভাবে পিঠানো হবে যে, তার মাংস ঝড়ে যাবে, অতঃপর তাকে মিযানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ফিরিশতা তার পাহাড় সম নেকী আনবে, তখন পরিবার পরিজন থেকে এক ব্যক্তি তার নেকী থেকে নিয়ে নিবে। অপরজন অগ্রসর হবে, সেও নেকীসমূহ থেকে নিজের ঘাটতি পূরণ করবে। (এভাবে তার সব নেকী তার পরিবারের লোকেরা নিয়ে নিবে) এবার সে তার পরিবারের দিকে তাকিয়ে বলবে: আমার কাঁধে শুধুমাত্র তাদের গুনাহের বোঝা রয়ে গেছে, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছি। ফিরিশতা ঘোষনা করবে: এ হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার সমস্ত নেকী তার সন্তান সন্ততিরাই নিয়ে গেছে এবং তাদের কারণেই সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো। **(কুররাতুল উয়ুন, ২০১ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা, যে পিতামাতা নিজের সন্তানদের মাদানী রঙে শিক্ষিত করে না, তবে তাদের কিরূপ লজ্জিত ও অপদস্তার স্বীকার হতে হয়। সুতরাং ভাল পিতামাতা হওয়ার প্রমাণ দিয়ে নিজের সন্তানকে কোরআনে করীমের প্রতি ভালবাসা এবং এর আমল করা শেখান।

সদরূশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সর্বপ্রথম সন্তানদের কোরআনে মজীদ পড়ান এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় শেখান, রোযা ও নামায, পবিত্রতা, কেনা বেচা এবং পারিশ্রমিক ও অন্যান্য বিষয়াদির বিধানাবলী যা প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হয় এবং তা না জানার কারণে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করার অপরাধে লিপ্ত হয়ে যায় তার শিক্ষা দিন। যদি দেখেন যে, সন্তান জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী এবং উপলব্ধিও করে, তবে ইলমে দ্বীনের খেদমতের চেয়ে বড় কাজ আর কি আছে এবং যদি সামর্থ না থাকে তবে সঠিক আকীদা এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়িল শিখার পর যেকোন জায়িয কাজে লেগে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। (বাহারে শরীয়ত, ২/২৫৬) কন্যা সন্তানকেও আকীদা ও প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়িল শেখানোর পর কোন মহিলা থেকে সেলাই ও কারুকার্য ইত্যাদি কাজ শেখান, যা মহিলাদের প্রায় প্রয়োজন পড়ে এবং রান্না ও অন্যান্য ঘরোয়া কার্যাদিতে তাকে সভ্য করার চেষ্টা করুন, কেননা সভ্য নারী যেরূপ সুন্দর ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারে, অসভ্য তা কখনো পারে না।

(বাহারে শরীয়ত, ২/২৫৭)

হযরত আল্লামা কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: আমাদের উপর ফরয হলো যে, নিজের সন্তান এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দ্বীনের শিক্ষা দেয়া, ভাল কথা শেখানো এবং আদব ও কৌশলের শিক্ষা দেয়া, যা ছাড়া কোন উপায় নাই।

(তাফসীরে কুরতুবী, ৯/১৪৮)

আজকালকার এই ফিতনায় ভরপুর যুগেও اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এমনও পিতামাতা রয়েছে যে, যারা শরীয়তের বিধানের প্রতি অবনত মস্তকে হিম্মত ও উৎসাহ সহকারে সমাজের কটুক্তিকে সহ্য করে সন্তানের সংশোধন এবং তাদের ইসলামী পদ্ধতিতে মাদানী শিক্ষা দিয়ে নিজের ও তাদের আখিরাতকে উত্তম বানাতে সদা সচেষ্ট, তাই তো এই মাদানী মানষিকতা সম্পন্নদের সন্তানদের মধ্যে কেউ কোরআনের হাফেয হয়, কেউ কোরআনের কারী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে, কেউ নেকীর দাওয়াত

প্রসারকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ হয়, তো কেউ ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারিতকারী আলিমে দ্বীন এবং মুফতী হয়ে মাহবুবের উম্মতদের শরয়ী পথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যে পিতামাতার সন্তান এভাবে দ্বীনের খিদমত করে যাচ্ছে, তারা এই বিষয়ে ভালভাবে অবগত যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বানানোর উপকারিতা শুধুমাত্র দুনিয়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ আর নেককার সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পরও উপকারী সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

হযরত সায়্যিদুনা বারিদাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেন: যে কোরআন পড়লো এবং তা শিখলো আর এর উপর আমল করলো, তবে তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন নূরের এমন এক মুকুট পড়ানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে এবং তার পিতামাতাকে দুটি হুল্লা (জান্নাতি পোষাক) পরিধান করানো হবে, যার মূল্য এই পৃথিবী আদায় করতে পারবে না, তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে: এই পোষাক কেন পড়ানো হয়েছে? তাদের বলা হবে: তোমাদের সন্তান কোরআনকে আঁকড়ে ধরার কারণে। (মুস্তাদরিক, কিতাবু ফাযয়িলে কোরআন, নম্বর-২১৩২, ২/২৭৮) অপর এক স্থানে ইরশাদ হচ্ছে যে, নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** একজন নেক বান্দার মর্যাদা জান্নাতে উচ্চ করবেন, তখন সে বলবে: হে আমার প্রতিপালক! আমি এই মর্যাদা কিভাবে পেলাম? তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করার কারণে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদীস নং-২৩৫৪, ১/৪৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতা এই ফযিলত এজন্যই পেতে পারে যখন স্বয়ং ইলম ও আমল এবং সুন্নাতের অনুসারী, খোদাভীতি সম্পন্ন এবং আলিমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা পোষনকারী হন। যদি আমরাও এই গুণাবলী অর্জন করতে চাই তবে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই পথেই পরিচালিত হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "মাদানী দরস"

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"**র মাদানী মানসিকতা প্রদানের পাশাপাশি নিজের সন্তানকে ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরও

বিশেষভাবে মানসিকতা প্রদান করা হয়, সুতরাং আমাদেরও এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে ১২টি মাদানী কাজে কিছু না কিছু সময় অবশ্যই দেয়া উচিৎ। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ঘন্টা মাদানী কাজের জন্য দেয়ার উৎসাহ প্রদান করেন। নিঃসন্দেহে যে যত বেশি সময় দিবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সে তত বেশি সাওয়াব কামানোর সুযোগও পাবে। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"মাদানী দরস"**, যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। **মাদানী দরস** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে **ফয়যানে সুন্নাত** ১ম খন্ড এবং **ফয়যানে সুন্নাত** ২য় খন্ডের অধ্যায় (১) **গীবত কে তাবাকারিয়া** এবং (২) **নেকীর দাওয়াত** থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় **"মাদানী দরস"** বলা হয়।

"মাদানী দরস" সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ও উপকারী বিষয়াবলী জানতে মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **"মসজিদ দরস"** অধ্যয়ন করুন।

✯ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে **মসজিদে উপস্থিতি**র বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক **অধ্যয়ন** করারও সুযোগ হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে **সাক্ষাৎ** ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ **মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত** পৌঁছানো যায়। ✯ **মাদানী দরস**, বেনামাযীদেরকে **নামাযী বানাতে** অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও **নেকীর দাওয়াত** পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✯ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন কিতাব ও রিসালার পরিচিতিও প্রসার হবে।

আসুন! **"মাদানী দরস"** এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের স্বভাবে খারাপ সহচর্যের কারণে এমন উৎশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন অনুভূতি ছিলো না, না ছিলো বড়দের আদব ও সম্মানের কোন খেয়াল, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করা তার স্বভাবে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তার খারাপ স্বভাবের কারণে পরিবারের সকলেই অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের দরসে"** অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এরপর সে দরসে নিয়মিত অংশগ্রহন করতে লাগলো, এভাবে **"মাদানী দরস"** এর বরকতে তার পূর্ববর্তী জীবনের গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং খারাপ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়িয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! সন্তানের সুশিক্ষা সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন এবং পূর্বেকার মুসলমানদের আচরণ আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা, কেননা এই ব্যক্তিত্বরা সন্তানের সুশিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলেন এবং সন্তানের ন্যায় নেয়ামতের সঠিক গুণগ্রাহীও ছিলেন, কেননা স্বয়ং তাঁদের লালন পালনও তো কোন নেক চরিত্রবান পিতামাতার কোলেই হয়েছিলো, এই ব্যক্তিরা নিজেরও নেকীর লোভী এবং নিজের সন্তানদেরও নেকীর পথে চালিত হওয়ার উৎসাহ দিতেন, এই কারণেই যে, তাদের সন্তানরা একান্ত বাধ্যগত, চোখের শীতলতা, মনের প্রশান্তি হতো এবং সমাজে তাদের নাম উচ্চতর করতো। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে দু'টি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং এর থেকে অর্জিত মাদানী ফুল নিজের অন্তরের মাদানী পুস্পদানিতে সাজিয়ে রাখি।

গ্রাম্য মহিলার উপদেশ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আছমায়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একজন গ্রাম্য মহিলা দেখলাম, যে তার সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছিলেন: পুত্র! আমলের তৌফিক

আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকেই এবং আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, ✯ চোগলখোরি করা থেকে বিরত থেকো, কেননা এটি দু'টি গোত্রে শত্রুতা সৃষ্টি করে দেয়, বন্ধুদের পৃথক করে দেয়। ✯ মানুষের দোষ ত্রুটির সন্ধানে থাকা থেকে বিরত থেকো, যেন তুমি ত্রুটিযুক্ত হয়ে না যাও। ✯ ইবাদতে লৌকিকতা করো না। ✯ সম্পদ খরচ করেতে কৃপণতা থেকে বেঁচে থেকো। ✯ অপরের পরিনতি থেকে শিক্ষা অর্জন করো। ✯ মানুষের যে কাজ তোমার ভাল লাগে তার উপর আমল করো এবং তাদের যে কাজ তোমার খারাপ মনে হয় তা থেকে বেঁচে থেকো, কেননা মানুষ নিজের দোষ দেখে না। অতঃপর সেই মহিলা চুপ হয়ে গেলেন, তখন আমি বললাম যে, হে গ্রাম্য মহিলা! তোমাকে **আল্লাহ**র শপথ! আরো উপদেশ দাও। সে জিজ্ঞাসা করলো: হে শহুরে! তোমার কি একজন গেঁয়োর কথা ভাল লাগলো? আমি বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! ভাল লেগেছে। তখন সে বললো যে, ✯ পুত্র! ধোকা দেয়া থেকে বিরত থেকো, কেননা তুমি মানুষের সাথে যে ব্যবহার করো, ধোকা দেয়া এর মধ্যে একেবারে নিকৃষ্ট। ✯ দানশীলতা, ইলম, নম্রতা এবং লজ্জাশীলতা অবলম্ভন করো আর এখন আমি তোমাকে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সমর্পন করছি, তুমি নিরাপদে থাকো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমার প্রতি দয়া করুন। ✯ মনে রাখবে যে, মুসলমান অবস্থায় গীবত করা ৩০ বার অপকর্ম করার চেয়েও কঠিন গুনাহ।

(আঁসুয়ো কা দরিয়া, ২৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

তাজেদারে মাদানী ইনআমাত এবং সন্তানের সুশিক্ষা

মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**, মারকাযি মজলিশে শুরার রূকন হাজি আবু জুনাঈদ যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সন্তানের আম্মাজানের বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, মরহুম তাঁর সন্তানদের খুবই ভালবাসতেন, কন্যারা বাড়ি এলে তাদের সাথে দেখা করার জন্য শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘরে চলে আসতেন। কারো ভুল সংশোধন করে দেওয়ার জন্য কণ্ঠস্বর সামান্য কঠোর করলেও তৎক্ষণাৎ তার ব্যাখ্যাও করে দিতেন। বলতেন: **"আমি আখিরাতে নাজাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের উপকারের জন্য বুঝাচ্ছি।"** আহার করার সময় সন্তানদের

মাধ্যমে দোয়া পড়াতেন। সুন্নাত অনুযায়ী আহার করার ব্যবস্থা করতেন। যথাসম্ভব পুত্র সন্তানদেরকে নামাযের জন্য সাথে নিয়ে যেতেন, মাদানী কাফেলায় সফরে যাবার সময় নামাযের জন্য তাগাদা দিয়ে যেতেন এবং সফরে গিয়েও SMS এর মাধ্যমে খবরাখবর নিতেন, নামায আদায় করেছে কি না? অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি বড় সন্তানকে বলেছিলেন: "আমি একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমরা দুইজন মাদানী কাফেলায় সফর করবো। সন্তানকে মোবাইল না দেয়ার জন্য এই মনমানসিকতা তৈরি করে দিয়েছিলেন যে, বাপা (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) ছোট ছেলেদেরকে মোবাইল দিতে নিষেধ করেছেন, তাই আমি তোমাকে মোবাইল কিনে দেব না। (মাহবুবে আত্তার কি ১২২ হিকায়াত, ১৩ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত কাহিনীতে পিতামাতা এবং সন্তানের জন্য উপদেশ মূলক মাদানী ফুল রয়েছে। এটা সত্য যে, ভাল পিতামাতারা সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণ দেয়া থেকে কখনো উদাসীন হয় না বরং তাদেরকে নসিহতের মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা সুবাশিত রাখে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করেন, যদি তারা নিজেরা নামাযী, মাদানী কাফেলার মুসাফির, মাদানী ইনআমাত এবং সুন্নাতের অনুসারী হয় তবে নিজের সন্তানদেরও মাদানী কাজে উৎসাহ দিয়ে থাকে আর তাদের থেকে জিজ্ঞাসাবাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। যাই হোক! এখন এর সিদ্ধান্ত পিতামাতাকেই নিতে হবে যে, সন্তানের সুশিক্ষার দায়িত্ব পালন করে সন্তানকে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়ার উপায় বানাবে, নাকি তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নিজের আখিরাত ধ্বংসের পায়তারা করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার ভুল ব্যবহারে সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media) এর যে চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতিসমূহ রয়েছে তা সকল বিবেকবান ব্যক্তিই ভালভাবে অবগত, একটি সময় ছিলো যে, টিভি এবং সিনেমার ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভয়ঙ্কর পরিনতি সমাজের জন্য খুবই চিন্তার বিষয় ছিলো এবং টেলিভিশনকে সাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর ঘোষণা করা হয়েছিলো, কিন্তু

আজ মোবাইল এবং ইন্টারনেট সবচেয়ে বেশী স্বাস্থ্যের জন্য খারাপ এবং চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পিতামাতার উচিৎ যে, নিজের সন্তানের অনুসরন ও গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি কৌশলে তাদের মাদানী প্রশিক্ষনও দেয়া, বিশেষ করে যে শিশু এখনো ছোট, **আল্লাহ**র দোহাই, তাদের মোবাইল ও ইন্টারনেটের ভয়াবহতা থেকে বাঁচান, নয়তো এমন যেন না হয় যে, সেই কচি শিশুর চরিত্র এখন থেকেই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। যদি এরূপ হয়ও, তবে বিশ্বাস করুন যে, এই সন্তান এবং পিতামাতা উভয়েরই সর্বস্থানে অপমান ও অপদস্ততার সম্মুখীন হতে পারে। সন্তানকে সমাজের উত্তম ও নেক মুসলমান বানানোর জন্য নিজেও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং নিজের সন্তানদেরকেও এই পরিবেশে সম্পৃক্ত রাখুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কোরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী দ্বীনি ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের দিকে পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দেয়া হয়, সুতরাং আপনার ছোট মাদানী মুন্না এবং মুন্নীদেরকে মাদরাসাতুল মদীনা বা দারুল মদীনায় এবং বড়দের জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন এবং বাআমল কোরআনের হাফেয ও আলিমে দ্বীন বানান।

জামেয়াতুল মদীনা মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রায় ১০৭ টি বিভাগে সুন্নাতের খেদমতে সদা ব্যস্ত, এর মধ্যে একটি হলো **"জামেয়াতুল মদীনা মজলিশ"**। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মনের বাসনার আলোকে ইলমে দ্বীনকে প্রসার করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে **জামেয়াতুল মদীনা**র সর্ব প্রথম শাখা ১৯৯৫ ইংরেজীতে নিউ করাচীর এলাকা গোধরা কলোনীতে (বাবুল মদীনা, করাচী) খোলা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এপর্যন্ত (১৪ মার্চ ২০২৯ ইং) ১১টি দেশ পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিন আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইউএসএ, মোজাম্বিক, মরিশাস এবং বাংলাদেশে **জামেয়াতুল মদীনা** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে হাজারো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন ইলমে দ্বীন অর্জন করে শুধু নিজের জ্ঞান পিপাসা নিবারন করছে না বরং অপরকেও ইলমের ফয়য দ্বারা

আলোকিত করতে ব্যস্ত রয়েছে। **জামেয়াতুল মদীনায়** দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়ে থাকে। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই শিক্ষার্থীদের প্রতি নিজের ভালবাসা প্রকাশ করে বলেন: আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের অনেক ভালবাসি এবং তাদের সদকায় নিজের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও সালাতুত তাওবা, ইশরাক ও চাশতের নফল নামাযও নিয়মিত আদায় করে থাকে। সুতরাং আপনার সন্তানদেরকে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে তাদের এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আমাদের সমাজের অনেক পিতামাতা এমনও রয়েছে যে, নিজেরা তো নেকী থেকে বঞ্চিত রয়েছেই, তাদের সাথে সাথে নিজের সন্তানদেরও নিজেদের পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করে, যদি সৌভাগ্যক্রমে তাদের সন্তান নেকীর পথে পরিচালিত হয়েই যায়, তবে দূর্ভাগ্যক্রমে এমন পিতামাতা তাদের নিরুৎসাহিত করে, ঠাট্টা করে, বিভিন্নভাবে নিপীড়ন করে এবং এই পথ থেকে সরাতে চেষ্টা করে, এভাবে প্রতিদিনকার বিদ্রুপে অতিষ্ট হয়ে অনেক সময় সন্তানও খারাপ পথে চলে যায় এবং মন্দ লোকেদের সংস্পর্শে থেকে তাদের আচার আচরণ আয়ত্ব করে নেয়, গালাগালি, লড়াই ঝগড়া এবং নেশার মতো মন্দ অভ্যাসে পতিত হয়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত নষ্ট করে দেয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষার মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর রচনা **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৪৪৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেন: এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হলো যে, (যমযম নগর, হায়দারাবাদ, বাবুল

ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান এর) এক যুবক সম্ভবত ১৯৮৮ সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়। সে নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি মুখে দাঁড়িও সাজিয়ে নেয়। মাথায় পাগড়ী শরীফও শোবা পাচ্ছে। সে প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়াও শুরু করে দেয়। সে এক মডার্ণ অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিল। তার জীবনে আসা মাদানী পরিবর্তনের কথা পরিবারের লোকেদের পছন্দ হলো না। অতএব বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। বিভিন্নভাবে তার মনে কষ্ট দেওয়া হতো। সুন্নাতেভরা জীবন পরিচালনায় বিভিন্ন ভাবে বাধা দেওয়া হতো, আর **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ ত্যাগ করার জন্য চাপ দেওয়া হতো। সে কখনও কখনও অতিষ্ট হয়ে আবেদন করতো, আমাকে এই মাদানী পরিবেশ থেকে পৃথক করে নিও না, তাহলে পরে আফসোস করতে হবে। কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না। বিরোধিতার এই ধারাবাহিকতা প্রায় তিন বৎসর ধরে চললো। অবশেষে অতিষ্ট হয়ে পরিবারের নিকট সে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো। দাঁড়ি মুন্ডিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে দুরে সরে গেলো। বড় ভাই যেহেতু একজন ডাক্তার, তাই তাকেও ডাক্তার বানানোর উদ্দেশ্যে সর্দারাবাদের (পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এক মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলো। সেখানে হোষ্টেলে অসৎসঙ্গের কুপ্ররোচনার শিকার হয়ে সে **"গাঁজা"** খাওয়া শুরু করে দিলো। ফলে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। পরিবার-পরিজন তাকে পুনরায় হায়দারাবাদ নিয়ে এলো। পিতা তার চিকিৎসার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করলো। কিন্তু আরোগ্য লাভ করেনি, অভ্যাসও ছাড়েনি, বরং এখন সে নতুন সূত্রে **"হিরোইনের"** নেশা করতে শুরু করে দিলো। অতিরিক্ত নেশা করার ফলে সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। দাঁতের শুভ্রতা নষ্ট হয়ে গিয়ে কালো দাগ পড়ে গেলো। লেখাটি লেখা পর্যন্ত তার অবস্থা একটি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলো। **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমতে তার পিতা বর্তমানে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, এবং বেচারা খুবই আফসোস করছেন যে, আহ! তখন যদি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র গুরুত্ব বুঝতে পারতাম! তখন আমি যদি আমার সন্তানটিকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ থেকে ফিরিয়ে না আনতাম! তাহলে আজ এ অবস্থা দেখতে হতনা! কিন্তু এখন আফসোস করে কি লাভ!

আল্লাহ তায়ালা সেই যুবকটিকে নেশার বদ-অভ্যাস ছাড়িয়ে পুনরায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তৌফিক দান করুক।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

চলা-ফিরার সুন্নাত ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর রিসালা "**১৬৩ মাদানী ফুল**" থেকে চলা-ফিরার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

☆ **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। **আল্লাহ তায়ালা** তাকে ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বসিয়ে দিলেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বসতেই থাকবে। (মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ☆ **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুঁকে চলতেন, মনে হতো যেন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৮)

ঘোষণা

চলা-ফিরার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**